তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০২৭

**প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে বিশ্বব্যাংককে আহ্বান জানালেন অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বার্ষিক সভার অংশ হিসেবে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল আজ আইএমএফের দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক ভাইস প্রেসিডেন্ট হার্ট উয়িং শেফার, আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী আবদুল হাদী আরগান্ধিওয়াল (ABDUL HADI ARGHANDIWAL), ভূটানের অর্থমন্ত্রী লায়নপো নামগে শেরিং (LYONPO NAMGAY TSHERING), ভারতের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি (SMRITI IRANI), মালদ্বীপের অর্থমন্ত্রী ইব্রাহিম আমির (IBRAHIM AMEER), নেপালের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. যুবরাজ খাতিওয়াদা (YUBA RAJ KHATIWADA), পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী এবং দারিদ্র্য দমন ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সানিয়া নিশতার (SANIA NISHTAR) এবং শ্রীলংকার শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর জি এল পিরিস (G L PEIRIS) এর সাথে এক ভার্চুয়াল গোলটেবিল সভায় অংশগ্রহণ করেন।

 দেশে এবং বিদেশে আমাদের এই সকল কর্মীরা অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এ সকল কর্মীদের কষ্টের স্বীকৃতি দিতে বিশ্বব্যাংককে আহ্বান করে অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের এবং বিশ্বের অগ্রগতির প্রবাহ ধরে রাখতে আমাদের কর্মীরা কষ্টমন্ত্রে মুগ্ধ। তাই আমি অত্যন্ত খুশি হব, যদি বিশ্ব ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এ অর্জন বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে স্বীকৃতি পায়। ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের প্রতিটি বড় বড় শহরে কর্মরত এ সকল কর্মীদের বৈশ্বিক অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার প্রশংসা কেবলমাত্র আমাদের মানুষকে নয় বিশ্বব্যাপী সমস্ত প্রবাসী কর্মীদের উৎসাহিত করবে।

 বাংলাদেশ সরকার শ্রমিকদের রক্ষা করতে কি কি ধরনের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে যাতে করে তাদের নেতিবাচক মোকাবিলা প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে না হয় এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, কোভিড-১৯ এর অপ্রত্যাশিত অভিঘাত থেকে উদ্ভূত প্রাসঙ্গিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য বিশ্বব্যাংককে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা সকলেই অবশ্যই অবগত যে বাংলাদেশ বিভিন্ন দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। বাংলাদেশের রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাস্তববাদী নেতৃত্ব এবং দেশে বিদেশে কঠোর পরিশ্রম করা নাগরিক। বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্যরা অনুমান করেছিল যে করোনার কারনে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী রেমিট্যান্সের পরিমাণ হ্রাস পাবে। যা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি, বিশেষত গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে গার্হস্থ্য চাহিদা এবং প্রণোদিত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমি আনন্দের সাথে সকলকে অবগত করতে চাই যে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্সের সবসময়ে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখিয়েছে এবং সম্প্রতি এটি ত্বরান্বিত হয়েছে। আমরা ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৮ দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমানে পরিমাণে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স পেয়েছি। চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ৬ দশমিক ৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স রেকর্ড হয়েছে, যা পূর্বের বছরের একই প্রান্তিকের চেয়ে ৪৯ শতাংশ বেশি। আমাদের সরকার ঘোষিত ২ শতাংশ সরাসরি নগদ প্রণোদনা নীতি এক্ষেত্রে প্রশাংসার দাবীদার। তাই এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আমাদের রেমিট্যান্স মোটেও কমেনি বরং প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী আমাদের প্রায় ১১ দশমিক ৬ মিলিয়ন বাংলাদেশী নাগরিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে। মালয়েশিয়ার করা একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে মালয়েশিয়ায় যে সমস্ত ব্যবস্থাপক পর্যায়ে বিদেশি রয়েছেন যার ৩৭ শতাংশই বাংলাদেশি নাগরিক।

 অর্থমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে গৃহবন্দি অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে উদ্বেগ উপেক্ষা করা যায় না। সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কর্মীদেরকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে চাকরি নিয়ে বিদেশে ফেরত পাঠাতে সহায়তা করে আসছে। আমরা নিশ্চিত বলতে পারি যে ইতোমধ্যে আমাদের প্রবাসী কর্মীরা বিদেশে ফিরে কাজ শুরু করছেন।

#

তৌহিদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০২৬

**বড়লেখা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক**

**হাজী আলাউদ্দিনের মৃত্যুতে পরিবেশ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

বড়লেখা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক, বড়লেখা হাজিগঞ্জ বাজার বণিক সমিতির সভাপতি, বিশিষ্ট সমাজসেবক হাজী আলাউদ্দিন (আলাই ডিলার) এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, বড়লেখা উপজেলা আওয়ামী লীগের দুর্দিনে মরহুম হাজী আলাউদ্দিনের ভূমিকা আওয়ামী পরিবার আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তিনি ছিলেন একজন নন্দিত রাজনীতিবিদ, সফল ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। তাঁর বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড এলাকার অধিবাসীদের কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, হাজী আলাউদ্দিন (৭৫) আজ সন্ধ্যা ছয়টায় বড়লেখা নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৭ ছেলে, এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

দীপংকর/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০২৫

জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তাগণের ১ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপনী ও সনদ প্রদান

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার ঢাকায় আজ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরে নবনিযুক্ত জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তাগণের ১ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপনী ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের যুবসমাজ পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি সম্ভাবনাময়। তারা অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তির ভয়াল থাবা হতে আমাদের যুবসমাজকে দূরে রাখতে হবে। তাদেরকে বেশি বেশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ করে দিতে হবে। দেশের আনাচে-কানাচে খেলাধুলাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সুস্থ সবল জাতি গঠনে ক্রীড়া চর্চার বিকল্প নেই। সুস্থ জাতি গঠনের মধ্য দিয়ে কেবল বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া সম্ভব। আর সেই লক্ষ্যে আমরা এবার প্রথমবারের মতো দেশের শীর্ষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমাদের নবনিযুক্ত জেলা ক্রীড়া অফিসারগণকে বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। আমি বিশ্বাস করি, এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ফলে তারা আরো বেশি দক্ষ হয়ে উঠবে এবং দেশের ক্রীড়ার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে।

 প্রতিমন্ত্রী নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। তিনি যেমন দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তেমনিভাবে আপনারাও সর্বোচ্চ সততা ও পেশাদারিত্বের সাথে আপনাদের ওপর অর্পিত রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি গ্রাম ও গ্রামের মানুষকে ভালোবাসতেন তাই দেশ স্বাধীন এর পরপরই গ্রামীণ খেলা হা-ডু-ডুকে জাতীয় খেলার মর্যাদা দিয়েছিলেন। আপনারাও দেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলার ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে কাজ করবেন।

 উল্লেখ্য, নবনিযুক্ত ২৮ জন জেলা ক্রীড়া অফিসার বিপিএটিসিতে অনুষ্ঠিত দুই মাসব্যাপী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

 অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এমডিএস সৈয়দ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া পরিদপ্তরের পরিচালক মোঃ মোমিনুর রহমান।

#

আরিফ/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০২৪

টেকসই পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে সরকার

 -- পরিবেশ মন্ত্রী

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, ব্যাপকভাবে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সকল প্রকার দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে সরকার। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নেতৃত্ব দিচ্ছে। মন্ত্রী জানান, ক্লাইমেট ভালনারাবিলিটি ফোরাম ও গ্লোবাল সেন্টার অভ্ এডাপটেশন এর ঢাকাস্থ আঞ্চলিক অফিস কাজ শুরু করায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ আরো জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারবে।

 আজ মন্ত্রীর সাথে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এসপেন রিক্টার সেন্ডসান এক ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সাক্ষাৎ করলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 নরওয়ের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ও নরওয়ের মধ্যে পরিবেশগত অনেক মিল আছে, উভয় দেশই সমূদ্রের পাড়ে অবস্থিত। সেজন্য দুদেশের সমুদ্র নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে। তিনি বলেন, নরওয়ের জাহাজ ভাঙা শিল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নরওয়ে এখন ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী বলে তিনি জানান।

 আলোচনাকালে তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করা সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়োগ্যাসসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এসময় সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে একসাথে এগিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

 সাক্ষাৎকালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) মাহমুদ হাসান, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) আহমদ শামীম আল রাজী, অতিরিক্ত সচিব (জলবায়ু পরিবর্তন) মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ কে এম রফিক আহাম্মাদ বক্তব্য রাখেন ।

#

দীপংকর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০২৩

রেলপথ মন্ত্রীর সাথে ভারতীয় হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

**ডিসেম্বরে চালু হচ্ছে চিলাহাটি হলদিবাড়ি রেললাইন**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজনের সাথে রেলভবনে তার দপ্তরে আজ নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী সাক্ষাৎ করেন।

 সাক্ষাৎকালে ভারতের অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়েতে চলমান প্রকল্পসহ উভয় দেশের রেল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার শুরুতেই চিলাহাটি-হলদিবাড়ি নতুন লাইন উদ্বোধন ও ট্রেন চালানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। রেলপথ মন্ত্রী হাইকমিশনারকে জানান ডিসেম্বরে বিজয় দিবস উপলক্ষে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী নতুন আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ উদ্বোধন করবেন এবং শুরুতে পণ্যবাহী ট্রেন চলবে। এছাড়া আগামী বছরের ২৬ শে মার্চ উপলক্ষে ঢাকা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত একটি যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর বিষয়ে পরিকল্পনা রয়েছে।

 রেলপথ মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর কাজ আগামী মাসে শুরু হবে। এই সেতুটি নির্মিত হলে দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূত উন্নতি হবে। এছাড়া মিটারগেজ লাইনকে পর্যায়ক্রমে ডুয়েল গেজে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে রেলওয়েতে অনেক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প চালু হলে ভারতীয় ট্রেন যশোরের বেনাপোল থেকে সহজে ও কম সময়ে পণ্য ও যাত্রী ঢাকায় পরিবহন করা সম্ভব হবে। সিরাজগঞ্জে একটি কন্টেইনার টার্মিনাল ডিপো নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং জানানো হয় যে এই আইসিডি নির্মিত হলে পণ্য পরিবহন খুব সহজ হবে। এছাড়া সৈয়দপুর একটি নতুন কোচ তৈরির কারখানা নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা হয়।

এ সময় রেলপথ মন্ত্রী জানান, ভারতের আদলে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কনসালটেন্সি বিষয়ে একটি বিভাগ করা হবে। ভারতীয় হাইকমিশনার এ সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে ক্যাটারিং সার্ভিস এবং ট্রেনিং একাডেমি উন্নয়নের আগ্রহ প্রকাশ করেন। রেলপথ মন্ত্রী বাংলাদেশের রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভারতে ট্রেনিং করার বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করেন ।

 সাক্ষাৎকালে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সেলিম রেজা, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ শামসুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফুল/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০২২

**বিসিকের নিজস্ব তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এমএসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের দাবি**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের (এমএসএমই) জন্য বিসিক নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ প্রদানের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট শিল্পখাতের উদ্যোক্তারা। তারা বলেন, এ লক্ষ্যে বিসিককে ৮শ’ কোটি এবং এসএমই ফাউন্ডেশনকে ৫শ’ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে একটি ঋণ তহবিল গঠন করতে হবে। এ তহবিল থেকে তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন করে করোনাকালীন ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব। এ ধরণের উদ্যোগ দেশের অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করবে বলে তারা মন্তব্য করেন।

আজ ঢাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং জাতীয় এসএমই নীতি ২০১৯ বাস্তবায়ন  (Dialogue on Impact of Covid-19 on Small and Cottage Industries & Implementation of SME Policy-2019)" শীর্ষক সংলাপে অংশ নিয়ে উদ্যোক্তারা এসব কথা বলেন। জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) এবং অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ যৌথভাবে এ সংলাপের আয়োজন করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাহ্উদ্দিন মাহমুদ এতে প্রধান অতিথি ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালাহ্উদ্দিন মাহমুদ বলেন, তৃণমূল পর্যায়ের এমএসএমই উদ্যোক্তারাই দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। করোনার ফলে তাদের পণ্য বিপণন বাধাগ্রস্ত হওয়ায় জাতীয় অর্থনীতিতে মারাত্মক ধাক্কা লেগেছে। এর মোকাবিলায় অপ্রাতিষ্ঠানিকখাতসহ এমএসএমই উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা মহামারির শুরুতেই ১ লাখ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, যা জিডিপির ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের কাছে এ প্রণোদনার সুবিধা পৌঁছে দিতে শিল্প মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২৫ সাল নাগাদ জিডিপিতে এসএমইখাতের অবদান ৩২ শতাংশে উন্নীত করতে জাতীয় এসএমই নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় গঠিত ৭টি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ নীতি বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি এসএমই উইং গঠনের প্রক্রিয়া চলছে বলে তিনি জানান।

মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন, কোভিড-১৯ এর ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতসহ তৃণমূলের এমএসএমই শিল্পখাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পণ্য বিপণন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখাতের উদ্যোক্তাদের একটি বিরাট অংশ করোনাকালে চলতি মূলধন হারিয়ে ফেলেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগের সক্ষমতা না থাকায় তারা প্রণোদনার সুফল থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। তারা ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জাতীয় এসএমই নীতি ২০১৯ বাস্তবায়নের মাধ্যমে করোনা পরবর্তী অর্থনীতি বেগবান করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটি গঠনেরও পরামর্শ করেন তারা।

জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) এর সভাপতি মির্জা নুরুল গণী শোভন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সংলাপে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম, বিসিক পরিচালক আলমগীর হোসেন, ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও) পরিচালক নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ-এর পরিচালক আজগর আলী সাবরী, নাসিবের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মজিবুর রহমান বেলাল-সহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন।

#

জলিল/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০২১

**হাসপাতালেও নথিপত্র স্বাক্ষর অব্যাহত রেখেছেন তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায়ও মন্ত্রণালয়ের নথিপত্র স্বাক্ষর অব্যাহত রেখেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেও মন্ত্রণালয়ের কাজের গতি অক্ষুণ্ন রাখতে ড. হাছান গত ক’দিনে অনেকগুলো নথিপত্র পর্যালোচনা ও স্বাক্ষর করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের নির্মাণকালের মেয়াদ বৃদ্ধি, চলচ্চিত্রের কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকারদের সম্মানী, রাশপ্রিন্ট অবলোকন, বিদেশি শিল্পী-কলাকুশলীদের আগমন, তাদের ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বৃদ্ধি, তথ্য অধিদফতর ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পদ সৃজন ও মঞ্জুরী, অধিদফতরগুলোর টিও এন্ড ই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তিসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ইতোমধ্যেই স্বাক্ষর করেছেন মন্ত্রী। প্রতিদিনই প্রয়োজনমাফিক নথিপত্র হাসপাতালে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

সদাকর্মপ্রাণ ড. হাছান মাহ্‌মুদ এর আগে করোনাকালে একদিনও ঘরে বসে থাকেননি। প্রতিনিয়ত মন্ত্রণালয় ও দলের কাজে সক্রিয় ছিলেন। নিজ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে করোনাভাইরাসের ঝুঁকি নিয়েছেন, জীবনঝুঁকি জেনেও নিরলসভাবে প্রতিদিনই মন্ত্রণালয় এবং দলীয় দায়িত্ব পালনে জনসাধারণের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, পরিবার ও সহকর্মীদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও।

উল্লেখ্য তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে উন্নতির দিকে। তিনি নিজে সুস্থবোধ করছেন বলে ঘনিষ্ঠজনদের জানিয়েছেন। ফেসবুকে নিজের পোস্টে সকলের দোয়া চেয়েছেন মন্ত্রী।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০২০

**মাধ্যমিকে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না, সকল শিক্ষার্থী পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হবে
 -- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে এ বছরের মাধ্যমিক স্তরে বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে না। সকল শিক্ষার্থী পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হবে। আজ এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এ কথা জানান।

 মন্ত্রী  বলেন, ত্রিশ কর্ম দিবসের জন্য একটি পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে । সংক্ষিপ্ত এই পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে শিক্ষার্থীদের। প্রতি সপ্তাহে এই অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া ও জমা নেওয়া হবে। তবে অ্যাসাইনমেন্টের  মূল্যায়ন পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখবে না । এই মূল্যায়নের মাধ্যমে মূলত শিক্ষার্থীদের কি ঘাটতি আছে তা দেখা হবে। যাতে পরবর্তী ক্লাসে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেটা পূরণ করা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এই পাঠ্যসূচি দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছেও তা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

 মন্ত্রী আরো বলেন, আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অনলাইনে এই সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের ক্লাস নেয়া হবে এবং অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান ও মূল্যায়ন  সম্পন্ন করা হবে। এই সময়ের মধ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো রকমের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করতে পারবে না।

 সংবাদ সম্মেলনে আরো যুক্ত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ডঃ সৈয়দ গোলাম ফারুক।

 শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থীর অকৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীর ব্যর্থতা নয়, এটা শিক্ষক অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা। আমরা মূল্যায়ন পদ্ধতির গতানুগতিক ধারা পরিবর্তন করতে চাচ্ছি। মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার করার লক্ষ্যে আলাদা একটি সংস্থা গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

#

খায়ের/খালিদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১৯

কোনো অবস্থাতেই নারী নির্যাতন মেনে নেওয়া হবে না

 -- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য ধর্ষক ও নির্যাতনকারীরা নারীদের দুর্বল মনে করে। নারীরা দুর্বল নয়। এদেশে প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, সংসদের উপনেতা ও বিরোধী দলীয় নেতাও নারী। দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে নারীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সভাকক্ষ থেকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আয়োজিত মতবিনিময় সভার দ্বিতীয় দিনে রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, নারী নির্যাতনের যে কোনো ঘটনা ঘটলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তড়িৎ গতিতে ব্যবস্থা নিচ্ছে। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

 মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতারের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব কাজী রওশন আক্তার, অতিরিক্ত সচিব ড. মহিউদ্দিন আহমেদ ও যুগ্মসচিব মোঃ মুহিবুজ্জামান-সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ।

#

আলমগীর/ফারহানা/রফিক/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১৮

**পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর সাথে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 আজ বাংলাদেশ  সচিবালয়ে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুকের সাথে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী সাক্ষাৎ করেছেন।

 সাক্ষাৎকালে দু’দেশের বন্ধুপ্রতীম সম্পর্ক, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতির পিতা  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান এবং বাংলাদেশের  অর্থনৈতিক অগ্রগতি-সহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত  হয়।

 ভারতীয় হাইকমিশনার যৌথনদীর বিষয়গুলোর পাশাপাশি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে  দু’দেশের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ  সম্পর্কের মাত্রা আরো বেগবান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভারতের সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, রাষ্ট্রদূত তার পেশাগত দক্ষতায়  উভয় দেশের এই ঘনিষ্ট সম্পর্ককে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন।

 বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পানি সম্পদ-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয় দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে বলে প্রতিমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 এ সময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মাহমুদুল ইসলাম ও উপসচিব নূর আলম উপস্থিত ছিলেন।

#

আসিফ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১৭

**বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে কৃষির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান শতকরা হারের হিসেবে আগের তুলনায় কমলেও, এর গুরুত্ব কমেনি। সকলের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং দারিদ্র্যবিমোচন করতে কৃষি হলো মূল চালিকাশক্তি। পাশাপাশি, দেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয় থেকে এগ্রিকালচারাল রিপোর্টার্স ফোরাম (এআরএফ) আয়োজিত ‘বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে কৃষির ভূমিকা’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মহামারি করোনার প্রভাবে বাংলাদেশে এসডিজি অর্জন ব্যাহত হবে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে মন্তব্য করার সময় এখনো আসেনি। তবে সরকার চেষ্টা করছে যাতে এসডিজি অর্জন ব্যাহত না হয়। করোনার মধ্যেও বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়নি। করোনা পরিস্থিতির মাঝেও বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় ভাল অবস্থানে রয়েছে।

 এগ্রিকালচারাল রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি মোঃ আশরাফ আলির সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) জুয়েনা আজিজ, সাবেক কৃষিসচিব আনোয়ার ফারুক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১৬

**সমুদ্র অর্থনীতির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দরকার প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম জানিয়েছেন, ব্লু ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতির অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দেশে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি করার কোনো বিকল্প নেই।

 আজ মন্ত্রণালয়ের নিজ কক্ষ থেকে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ফল ২০২০ সেমিস্টারের ভার্চুয়াল ওরিয়েন্টশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা জানান।

 মন্ত্রী বলেন, দেশের সমুদ্র অর্থনীতিতে ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল এবং প্রযুক্তি না থাকায় সেই বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তথ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরির মাধ্যমে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকার ইতোমধ্যে এ বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে।

 বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশের প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে পাঠদানের বিষয় নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

 অনুষ্ঠানে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, অন্যান্য সদস্য এবং শিক্ষক-সহ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ যুক্ত ছিলেন।

#

হায়দার/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১৫

নির্মাণাধীন গণহত্যা জাদুঘর ভবন পরিদর্শন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

খুলনা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ আজ খুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা আর্কাইভ ও জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

 প্রতিমন্ত্রী প্রথমে খুলনার সোনাডাঙ্গায় অবস্থিত গণহত্যা জাদুঘর এবং পরে পাশে অবস্থিত গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এরপর খুলনার সাউথ সেন্ট্রাল রোডে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে নির্মাণাধীন ছয়তলা জাদুঘর ভবনের নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন।

 নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শনে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক ও প্রতিমন্ত্রীর সহধর্মিণী ড. সোহেলা আক্তার।

 প্রতিমন্ত্রী গণহত্যা জাদুঘরের প্রতিটি কক্ষে একাত্তরের গণহত্যার নিদর্শ পরিদর্শন করেন। দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা জাদুঘর হিসাবে গণহত্যার নিদর্শন । ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার জন্য তিনি গণহত্যা জাদুঘরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি সরকারের পক্ষ থেকে গণহত্যা জাদুঘর এবং গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রকে সকল ধরণের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি এ সময় ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্টদের সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

 জাদুঘর পরিদর্শনকালে আরো উপস্থিত ছিলেন গণহত্যা জাদুঘর ট্রাস্টিবৃন্দ ড. চৌধুরী শহীদ কাদের, অধ্যাপক হোসনে আরা, শংকর কুমার মল্লিক, অমল কুমার গাইন, উপদেষ্টা সৈয়দ মনোয়ার আলী-সহ আরো গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

 পরে প্রতিমন্ত্রী খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমির নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন এবং সেখানে স্থানীয় সুধীজন ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

#

ফয়সল/ফারহানা/রফিক/জয়নুল/২০২০/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১৪

সারা বিশ্বে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ

 -- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী

হবিগঞ্জ, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ। প্রতিটি ধর্মের উৎসব এখানে সার্বজনীনভাবে উদ্যাপিত হয়।

 আজ হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধন, শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে প্রধানমন্ত্রীর অনুদান হস্তান্তর এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে এককালীন অনুদান বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মাহবুব আলী আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ। তিনি তাঁর স্বপ্ন পূরণে কাজ করেছেন আজীবন। বর্তমানে তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক, উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সকল ধর্মের, সকল মানুষের অধিকার আজ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত।

 অনুষ্ঠানে চুনারুঘাট উপজেলায় শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপনে ৭০টি পূজামন্ডপে ২০ হাজার টাকা করে অনুদান হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া উপজেলার ৫ হাজার ৫শত পঞ্চাশ জন চা শ্রমিকের মাঝে ৫ হাজার টাকা করে নগদ অর্থ বিতরণের লক্ষে অনুদান বিতরণ কর্মসূচির সূচনা করা হয়।

#

তানভীর/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১৩

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

      স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ৮৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৫৪৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৯৩ হাজার ১৩১ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ২৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৭২৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ৮ হাজার ৮৪৫ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১২

**আগামীকাল জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর):

 চতুর্থবারের মতো ২২ অক্টোবর সারা দেশে ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস’ উদ্‌যাপন করা হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘মুজিব বর্ষের শপথ, সড়ক করবো নিরাপদ’। দিবসটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

 দিবসটি উপলক্ষে আগামীকাল ২২ অক্টোবর ঢাকার বানানীস্থ বিআরটিএ ভবনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে (ভার্চুয়ালি) উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। স্বাগত বক্তব্য রাখবেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম। উক্ত আলোচনা সভায় সড়ক পরিবহন সেক্টর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত থাকবেন।

 জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, সচিবালয় ও বিআরটিএ সদর কার্যালয় গেট, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সড়কদ্বীপ এবং ফুটওভারব্রিজ ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিতকরণ, ড্রাইভার প্রশিক্ষণ, ঢাকা মহানগরীর ৪টি বাস টার্মিনালে (গাবতলী, মহাখালী, সায়দাবাদ ও ফুলবাড়িয়া) মোটরযান মালিক, চালক, যাত্রী ও জনসাধারণের অবলোকনের জন্য টিভি মনিটরের মাধ্যমে মুল অনুষ্ঠান প্রদর্শনের আয়োজন-সহ সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার বিতরণ/প্রদর্শনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ ধরণের কর্মসূচি সকল জেলা শহরেও পালিত হবে।

#

রব্বানী/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১১

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরু ৮ নভেম্বর**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় একাদশ জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিববর্ষে বিশেষ অধিবেশন (২০২০ সালের ৫ম অধিবেশন) আহ্বান করেছেন।

 রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

#

তারিক মাহমুদ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১০

**ভারতের কৃষিযন্ত্রপাতি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর**

 ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর):

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকীকরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি সরকার প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ প্রচুর কৃষিযন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে ভারতের কৃষিযন্ত্রপাতি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনেক সুযোগ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে তাদের ফ্যক্টরি স্থাপন করে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্রপাতি তৈরি ও সংযোজন এবং খুচরা যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারে।

কৃষিমন্ত্রীর সাথে আজ তাঁর কার্যালয়ে ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি এ কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাকরণে বাংলাদেশ কিছুটা পিছিয়ে আছে। আর ভারত এক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে আছে। সেজন্য, এসব ক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দুদেশের একসাথে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। এসময় কৃষিমন্ত্রী বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ, বীজ প্রযুক্তি, বিটি কটন, ভুট্টা, কাজুবাদামসহ উন্নতজাতের চারা সরবরাহ, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, এগ্রো প্রসেসিং ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুরাষ্ট্র। ভারতের সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ভবিষ্যতে এ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করে ভারতের হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতাই অর্জন করে নি, বরং অনেকক্ষেত্রে এখন খাদ্যপণ্য রপ্তানি করতে পারে। তিনি বলেন, মাহিন্দ্রসহ অন্যান্য কৃষিযন্ত্রপাতি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশে কৃষিযন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে তৈরি, সংযোজন এবং খুচরা যন্ত্রপাতি তৈরির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এসময় তিনি বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণসহ কৃষি প্রক্রিয়াজত ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সাক্ষাতকালে দুদেশের কৃষি, কৃষিযন্ত্রপাতি, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত, বীজ প্রযুক্তি এবং দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ বিষয় নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় কৃষিসচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/অনসূয়া/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০৯

**নভেম্বরের মধ্যে বিজেএমসি’র শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হবে**

 **- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে বিজেএমসি’র সকল মিলের শ্রমিকদের পাওনা সম্পূর্ণরুপে পরিশোধ করা হবে।

আজ সচিবালয়ে বিজেএমসি’র বন্ধ ঘোষিত মিলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত ও অবসানকৃত শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন বিজেএমসি’র বন্ধ ঘোষিত মিলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত ও অবসানকৃত শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে এ পর্যন্ত ৮টি মিলের শ্রমিকদের পাওনা বাবদ মোট ১ হাজার ৭৯০ দশমিক ৫২ কোটি টাকা অর্থ বিভাগ থেকে পাওয়া গেছে, যা শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাবে স্হানান্তর এবং সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। আগামী ২৫ অক্টোবর আরও ২টি মিলের (চট্টগ্রামের হাফিজ জুট মিল ও খুলনার ইস্টার্ণ জুট মিল) শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের কার্যক্রম শুরু হবে। আশা করা যাচ্ছে যে এ প্রক্রিয়ায় আগামী মাসের মধ্যে সকল মিলের শ্রমিকদের পাওনা সম্পূর্ণরুপে পরিশোধ করা সম্ভব হবে ।

তিনি বলেন, পৃথিবী জুড়ে পাটের কদর ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটচাষিরাও কাঁচা পাটের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন। চলতি পাট মৌসুমে কাঁচা পাটের গড়দর ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি। এর ফলে পাটচাষিরা ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণে পাট চাষে আগ্রহী হবে। এতে দেশের অর্থনীতিতে পাটখাতের অবদান আরো সুসংহত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী বলেন, বন্ধ ঘোষিত পাটকলসমূহের শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের পাশাপাশি সার্বিকভাবে পাটখাতকে পুনরুজ্জীবিত এবং মিলগুলোকে উপযুক্ত মডেলে আধুনিকায়ন ও পুনঃচালু করার লক্ষ্যে মিল ও বিজেএমসি’র অন্যান্য সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে অনুসরণীয় কর্মপন্থা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং বিজেএমসি’র সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনসহ প্রয়োজনীয় জনবলের যৌক্তিকীকরণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদানকল্পে সরকার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি পৃথক কমিটি গঠন করে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম, এনডিসি এসময় উপস্থিত ছিলেন ।

#

সৈকত/অনসূয়া/কামাল/কুতুব/২০২০/১৫৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০৮

**দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

 দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি এখন সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

 আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’-এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশে আমরা সব ধর্মীয় উৎসব একসঙ্গে পালন করে থাকি। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সকলে মিলে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। এই দেশ আমাদের সকলের। বাংলাদেশ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার উন্নয়ন করে যাচ্ছে।

 করোনাভাইরাস সমগ্র বিশ্বকে স্থবির করে দিয়েছে। আমাদের সরকার এ সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমরা জনগণকে সকল সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। এসময় সকলকে অসীম ধৈর্য নিয়ে সহনশীল ও সহানুভূতিশীল মনে একে অপরকে সাহায্য করে যেতে হবে। পাশাপাশি আমি এই মহামারিতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপনের অনুরোধ জানাই।

 আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

 দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

ইমরুল/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০৭

**দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। আবহমানকাল ধরে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপাচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করে আসছে। দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক উৎসবও। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী একত্রিত হন, মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। তাই এ উৎসব সার্বজনীন। এ সার্বজনীনতা প্রমাণ করে, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

 দুর্গাপূজার সাথে মিশে আছে চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। রয়েছে প্রকৃতির সাথে নিগূঢ় সম্পর্ক। সে সম্পর্ক শরতের শুভ্রতা আর নীলিমাকে ধারণ করে হৃদয়ে এনে দেয় পূণ্যের শ্বেতশুভ্র আবহ। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা দেশের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য-সুন্দরের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠুক; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধন আরো সুসংহত হোক-এ কামনা করি।

 করোনাভাইরাস মহামারি গোটা বিশ্বকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অকালে ঝরে গেছে। বাংলাদেশেও নানা পেশার ও বয়সের মানুষ ইতোমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। পাশাপাশি অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থানসহ জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। করোনাভাইরাস এক অদৃশ্য শত্রু। এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি সচেতনতা ও সম্মিলিত উদ্যোগ খুবই জরুরি। আমি আশা করি দুর্গোৎসবের প্রতিটি কার্যক্রম আপনারা স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে পালন করবেন।

 মানবতাই ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্য থেকে দুরে রাখে; দেখায় মুক্তির পথ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। দুস্থ ও অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে উদ্বুদ্ধ করুক, বিশ্ব মানবতার জয় হোক-এ প্রত্যাশা করি।

 শারদীয় দুর্গোৎসব সফল হোক, কল্যাণময় হোক-এ কামনা করি।

 জয় বাংলা। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরান/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০৬

**জাতীয় নিরাপদ সড়ক** **দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় নিরাপদ সড়ক-২০২০ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 ‘‘দেশে চতুর্থ বারের মতো ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস’ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য-মুজিববর্ষের শপথ, সড়ক করবো নিরাপদ’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

 মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা দেশের অধিকাংশ সড়ক অবকাঠামোসহ সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থাকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করে তিনি একটি শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সড়ক-মহাসড়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও বাস্তবায়ন করে সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। আমাদের সরকারের আমলে মহাসড়কের নেটওয়ার্ক ২১,৩০২.০৮ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। ৪৫৩.০৭ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে ও তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ১২০৯টি সেতু ও ৫৫৮১টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, ১৮টি ফ্লাইওভার/ওভারপাস ও ২৭টি আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে।

 আওয়ামী লীগ সরকার রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে পরিবহনখাতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নিরূপণ ব্যবস্থা জোরদার, বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে আন্তঃভারসাম্য রক্ষা, সময় সাশ্রয়ী বিদ্যুৎচালিত আরবান মাস ট্রানজিট/মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক চালু, পরিবহন সেবার মান নিশ্চিতকরণ, আধুনিক পরিবহন সুবিধাদির বাস্তবায়ন ইত্যাদি কৌশলকে এই রূপকল্পে প্রাধান্য দিয়েছি। সড়ক দুর্ঘটনাজনিত জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সড়ক নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ড জোরদার করা অপরিহার্য। এজন্য আমরা মহাসড়ক ৪ লেন বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণ, ফ্লাইওভার এবং ওভারপাস নির্মাণ, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান চিহ্নিত করে এর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, করিডোর উন্নয়নসহ ট্রাফিক সাইন ও রোড মার্কিং স্থাপন, মহাসড়কের পাশে বিশ্রামাগার নির্মাণ, চালকদের প্রশিক্ষণসহ নানামুখী উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন ঝুকিপূর্ণ বাঁক সরলীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া সারা দেশের মহাসড়কে ১৪৪টি ব্ল্যাকস্পট চিহ্নিত করে ১২১টি নিরসন করা হয়েছে।

 সড়ক দুর্ঘটনা রোধ তথা সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সরকারের পাশাপাশি পরিবহন মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে একযোগে কাজ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা রোধ করতে পারব অনাকাঙ্খিত সড়ক দুর্ঘটনা। সড়ক নিরাপত্তাকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাবেন-এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

 আমি ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

শাওন/অনসূয়া/মামুন/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০৫

**জাতীয় নিরাপদ সড়ক** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় নিরাপদ সড়ক-২০২০ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে সারাদেশে ৪র্থ বারের মতো ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘মুজিব বর্ষের শপথ, সড়ক করবো নিরাপদ’ যথার্থ হয়েছে বলে মনে করি।

টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে উন্নত পরিবহন সেবার বিকল্প নেই। সড়ক দুর্ঘটনাজনিত জীবনহানি, জখম এবং আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সড়ক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ও বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণসহ গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়নের নিমিত্তে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, রোড সেফটি অডিট পরিচালনাসহ জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি এ লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

দেশের সড়ক অবকাঠামোর উন্নয়নের সাথে সাথে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সড়কপথে মোটরযানের সংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রুটিপূর্ণ যানবাহন, বিপদজনক বাঁক, অপ্রতুল প্রশিক্ষণ, বেপরোয়া গতি এবং আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি সড়ক নিরাপত্তার জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পরিবহন মালিক, শ্রমিক, যাত্রি, পথচারী নির্বিশেষে সকলের এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধান জানা এবং তা মেনে চলা আবশ্যক। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২০’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরান/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা